নাগরিক ও সংসদ সদস্যদের ঐক্যবদ্ধ উদ্যোগ
দৃঢ় করবে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ

সরকারি কৃষি সেবার দায়বদ্ধতা ও নীতি সহায়তার দাবিতে

লোকমোর্চা (ডিপিপিএফ)-এর সাথে
আপনিও সোচ্চার হোন

পটভূমি

মহান মুক্তিযুদ্ধের লক্ষ্য ছিল, রাজনৈতিক স্বাধীনতার পর সমগ্র জাতির অর্থনৈতিক মুক্তি, মানুষে-মানুষে বৈষম্যের অবসান এবং সর্বোপরি একটি উন্নত ও মানবিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করা। ইতোমধ্যে স্বাধীনতার ৪১ বছর পরে জাতি হিসেবে আমাদের অনেক অর্জন এবং ইতিবাচক বহুদিক যেমন বিদ্যমান পাশাপাশি সীমাবদ্ধতারও অনেক দিক আছে। দেশের অর্থনীতি ও প্রবৃদ্ধির মূল চালিকাশক্তি কৃষিখাত। কৃষিখাতসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে অগ্রগতির ফলে দেশে গড় প্রবৃদ্ধির হার (জিডিপি) বিগত কয়েক বছর ধরে ৬% এর উপরে। কিন্তু এখনও দেশের মোট জনসংখ্যার ৩১.৫ শতাংশ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করে; যাদের প্রায় অর্ধেক অতি দরিদ্র, অনেকে দু'বেলা খেতে পায় না। সব মিলিয়ে অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সাফল্য এখনো আমরা অর্জন করতে পারিনি। বিগত নির্বাচনে 'সবার জন্য খাদ্য' নিশ্চিত করার বিষয়টিকে কৃষি ক্ষেত্রে মূল লক্ষ্য হিসেবে চিহ্নিত করে সরকারি দলের নির্বাচনী অঙ্গীকার ছিল, "২০১৩ সালের মধ্যে দেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করা। সে উদ্দেশ্যে কৃষি উপকরণে ভর্তুকি বৃদ্ধি, কৃষি উপকরণ সহজলভ্য করা, কৃষি ঋণের আওতা বৃদ্ধি ও প্রাপ্তি সহজীকরণ, সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ ও সুলভ করা, ফসল সংরক্ষণের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা গ্রহণেরও অঙ্গীকার করা হয়েছিল। এ ছাড়াও ফসল ও সকল কৃষিজাত পণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছিল, যা স্থায়িত্বশীল খাদ্য উৎপাদন নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে সহায়ক।" ইতিমধ্যে কৃষি উন্নয়নে সরকারের পক্ষ থেকে ইতিবাচক পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছে। কিছু ক্ষেত্রে অগ্রগতি অর্জনের পাশাপাশি নানাবিধ সীমাবদ্ধতাও বিদ্যমান। কৃষক সমাজ যাদের শ্রম ও ঘামের ফসল আমাদের খাদ্য নিরাপত্তা ত্বরান্বিত করছে তাদের দোরগোড়ায় আজও প্রয়োজনীয় সরকারি সেবা পৌঁছায়নি। কৃষিখাতে উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বর্তমান সরকার বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করলেও তার সুফল থেকে বঞ্চিত হচ্ছে প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র কৃষক। এ প্রেক্ষাপটে সরকারি কৃষি সেবার দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করা এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে নীতি সহায়তা আবশ্যক।

কৃষি উন্নয়নে 'প্রদীপ' প্রকল্প ও 'লোকমোর্চা (ডিপিপিএফ)'-এর উদ্যোগ

দেশের উন্নয়নে বিভিন্ন কৌশলপত্র ও নীতি যেমন: দ্বিতীয় পিআরএসপি ২০০৯-১১, ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ২০১১-২০১৫ এবং Outline Perspective Plan 2021-এ 'গণতান্ত্রিক সুশাসন' সুসংহত করার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এ আলোকে ইউএসএইড ও ইউকেএইড-এর অর্থায়নে এবং দি এশিয়া ফাউন্ডেশন-এর সহযোগিতায় 'প্রদীপ' (Promoting Democratic Institutions and Practice –PRODIP) প্রকল্পের আওতায় বেসরকারি সংস্থা ওয়েভ ফাউন্ডেশন এর উদ্যোগে সংগঠিত এনজিওদের নেটওয়ার্ক **'গভার্নেন্স কোয়ালিশন'**-এর ৩টি সহযোগী সংস্থা **'এইড', 'রোভা ফাউন্ডেশন'** ও **'এসএসডিও'** -এর অংশগ্রহনে ঝিনাইদহ-২, মাগুরা-১ এবং রাজশাহী-৩ সংসদীয় আসনে 'নির্ধারিত জেলাসমূহে সরকারি সেবা প্রতিষ্ঠানের দায়বদ্ধতা ত্বরান্বিতকরণ' প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। স্থানীয় নাগরিক সমাজ, সেবাপ্রদানকারী প্রতিষ্ঠান এবং নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে প্রত্যক্ষ সমন্বয়ের মাধ্যমে সরকারি কৃষি সেবার দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি, নীতি নির্ধারণে নাগরিকদের ভূমিকা বৃদ্ধি এবং সংশ্লিষ্ট সকল ক্ষেত্রে জনপ্রতিনিধিদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করাই এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য। উল্লিখিত উদ্দেশ্য অর্জনে গভার্নেন্স কোয়ালিশেন-এর সাথে স্থানীয় পর্যায়ের নাগরিকদের সামাজিক সংগঠন **লোকমোর্চা (ডিপিপিএফ** -ডিস্ট্রিক্ট পাবলিক পলিসি ফোরাম) সংগঠিত হয়েছে। **লোকমোর্চা (ডিপিপিএফ)** সেবাগ্রহীতা বা সাধারণ নাগরিক ও সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান এবং নীতিনির্ধারকদের মাঝে সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করছে। মূলত: ৩টি বিষয়কে কেন্দ্র করে প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে।

পর্যবেক্ষণ (Oversight)

নীতি ও আইন থাকলেও তার সঠিক বাস্তবায়ন ও প্রয়োগে অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতি দেখা যায়। প্রকল্পের একটি অন্যতম কার্যক্রম হচ্ছে পর্যবেক্ষণ বা নজরদারি। লোকমোর্চা (ডিপিপিএফ) সদস্যরা কৃষি বিষয়ক স্থানীয় নির্বাহী বিভাগের কর্মকাণ্ড পর্যবেক্ষণ করেন এবং সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোন ঘাটতি থাকলে সঠিক বাস্তবায়নের জন্য লবিং বা এডভোকেসি করেন। পাশাপাশি লোকমোর্চা সদস্যরা নীতির আলোকে কৃষি সেবার সঠিক বাস্তবায়নে সহযোগিতা করার জন্য স্থানীয় সংসদ সদস্যের সাথে মতবিনিময় করেন।

প্রতিনিধিত্ব (Representation)

লোকমোর্চা (ডিপিপিএফ) সদস্যরা মতবিনিময় সভায় স্থানীয় কৃষি সেবা বিষয়ক সমস্যাগুলো মাননীয় সংসদ সদস্যদের নিকট উপস্থাপন করেন এবং এ সভা থেকে প্রাপ্ত সুপারিশসমূহ গ্রহণে মাননীয় সংসদ সদস্যদের জাতীয় সংসদে কৃষক ও জনগণের পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করার জন্য অনুরোধ জানান।

আইনপ্রণয়ন (Legislation)

বাংলাদেশে জাতীয় সংসদে আইন প্রণয়ন হয়। আইন প্রণয়নে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি ও মাননীয় সংসদ সদস্যবৃন্দ মূল ভূমিকা পালন করে থাকেন। প্রকল্পের আওতায় ইতিমধ্যে কৃষি বিষয়ে গবেষণা কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। গবেষণাপত্রে কৃষি ক্ষেত্রে স্থানীয় সমস্যা এবং 'প্রস্তাবিত জাতীয় কৃষি নীতি'-এর বেশকিছু সমস্যা চিহ্নিত করে তার আলোকে সুপারিশ উল্লেখ করা হয়েছে। লোকমোর্চা স্থানীয় কৃষিসেবা বিষয়ে 'সামাজিক নীরিক্ষা'য় প্রাপ্ত সমস্যসমূহ সমাধানে 'জনতার পার্লামেন্ট' অনুষ্ঠানে স্থানীয় সংসদ সদস্যদের নিকট সুপারিশমালা উপস্থাপন করেন এবং নীতির সংশোধন ও আইন প্রণয়নে মাননীয় সংসদ সদস্যদের সক্রিয় ভূমিকা পালনের আহ্বান জানান। পাশাপাশি জাতীয় পর্যায়ে গভার্নেন্স কোয়ালিশন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, সংসদীয় স্থায়ী কমিটি ও মাননীয় সংসদ সদস্যদের নিকট নীতি প্রস্তাবনাগুলো উপস্থাপন করে নীতির সংশোধন ও আইন প্রণয়নে লবিং ও এডভোকেসি করছে।

গবেষণা ও সামাজিক নীরিক্ষা-এর মাধ্যমে চিহ্নিত কৃষি সেবাব্যবস্থার বিভিন্ন দিক

প্রকল্পের অধীনে ইতোমধ্যে ওয়েভ ফাউন্ডেশন কর্মএলাকায় গবেষণা এবং লোকমোর্চা কৃষকদের সাথে আলোচনা ও সামাজিক নিরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। এর মাধ্যমে সরকারি কৃষি সেবার ইতিবাচক ও সীমাবদ্ধতার দিক এবং স্থানীয় বিভিন্ন সমস্যা ও কিছু নীতিগত সীমাবদ্ধতা চিহ্নিত হয়েছে।

ইতিবাচক দিকসমূহ

নির্বাচনী অঙ্গীকারের আলোকে কৃষি ক্ষেত্রে সরকারের বেশকিছু উদ্যোগ চোখে পড়ার মতো। বিশেষ করে সারে ভর্তুকি

প্রদান, কৃষকের জন্য উপকরণ সহায়তা কার্ড প্রদান, ১০ টাকায় ব্যাংক একাউন্ট-এর ব্যবস্থা, বর্ধিত হারে কৃষি ঋণের ব্যবস্থা, মসলা জাতীয় কৃষি পণ্য উৎপাদনে কম সুদে ঋণ প্রভৃতি ইতিবাচক পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছে। এছাড়াও চাষের জন্য ডিজেলে ভর্তুকি প্রদান, প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র কৃষকদের অনুদান প্রদান এবং কৃষি পুনর্বাসন কর্মসূচি-এর উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল (যদিও বর্তমানে ডিজেলে ভর্তুকি প্রদান, প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র কৃষকদের অনুদান প্রদান এবং কৃষি পুনর্বাসন কর্মসূচি-এর কার্যকারিতা নেই)। বাজেটে কৃষিখাতে বরাদ্দ বৃদ্ধি পেয়েছে।

সীমাবদ্ধতার দিকসমূহ

কৃষি উন্নয়ন কর্মসূচি: সাধারণভাবে সমগ্র দেশে কৃষি উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য কোন কর্মসূচি নেই। স্বল্প এলাকায় সীমিত সংখ্যক কৃষকের মধ্যে প্রকল্পভিত্তিক কিছু কর্মসূচি আছে;

কৃষি উপকরণে ভর্তুকি: বর্তমানে দেশব্যাপী কৃষি উন্নয়নে একমাত্র সার ছাড়া (বড় চাষীরাই মূলত সুবিধা পায়) অন্য কোন কৃষি উপকরণে ভর্তুকি নেই;

বীজ: বিএডিসি থেকে সরবরাহ বীজ প্রয়োজনের তুলনায় অপর্যাপ্ত এবং কোন কোন ক্ষেত্রে ডিলার কর্তৃক নির্ধারিত দামের চেয়ে বেশি দামে বীজ বিক্রয় করা হয়;

ভেজাল ও নিম্নমানের কৃষি উপকরণ: অনেক ক্ষেত্রে ব্যবসায়ী, ডিলার ও স্থানীয় খুচরা ব্যবসায়ীরা ভেজাল ও নিম্নমানের বীজ, সার ও কীটনাশকসহ বিভিন্ন কৃষি উপকরণ বাজারে বিক্রি করার ফলে স্থানীয় কৃষকরা মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন হয়। এক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিকারের কোন ব্যবস্থা নেই;

সেচ ব্যবস্থা: স্বল্প এলাকায় কিছু প্রকল্প ছাড়া সামগ্রিক সেচ ব্যবস্থার উন্নয়নে সরকারের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম নেই। সমন্বিত ক্ষুদ্র সেচ নীতিমালা অনুযায়ী বাস্তবায়নের বাধ্যবাধকতা না থাকায় অনেক ক্ষেত্রে কৃষকরা যে যার মতো অগভীর ও গভীর নলকূপ স্থাপন করে সেচ কাজ চালানোর কারণে প্রতিনিয়ত পানির স্তর নিচে নেমে যাচ্ছে। অনেক এলাকায় শুষ্ক মৌসুমে প্রয়োজনীয় পানি পাওয়া যায় না;

কৃষি ক্ষেত্রে কারিগরি ও পরামর্শ সেবা: কোন কোন ক্ষেত্রে উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা তার দায়িত্বরত ইউনিয়ন পরিষদে নিয়মিত বসেন না এবং নিয়মিত মাঠ পরিদর্শন ও কৃষকদের প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদানের ক্ষেত্রেও ঘাটতি রয়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে কৃষি বিভাগের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মাঠ পর্যায়ের কাজের নিয়মিত মনিটরিং-এর ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা আছে;

অন্যান্য সেবা: বর্তমানে প্রদর্শনী প্লট প্রতিষ্ঠা, প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠান, মাটি পরীক্ষা এবং মাঠ দিবস আয়োজনে চাহিদা অনুযায়ী ব্যবস্থা নেই;

কৃষিপণ্যের মূল্য: সকল সময়ে কৃষকগণ তাদের উৎপাদিত কৃষি পণ্যের যথাযথ মূল্য পায় না। গত বছর থেকে কৃষকেরা উৎপাদন খরচ থেকে ধানের বিক্রয়মূল্য কম পাচ্ছে;

সরকারি ক্রয় ব্যবস্থা: সরকারিভাবে কৃষকের নিকট হতে সরাসরি খাদ্যশস্য এবং কৃষিপণ্য ক্রয়ের উল্লেখযোগ্য ব্যবস্থা নেই;

কৃষিঋণ: ফসল উৎপাদনে প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র কৃষকদের ঋণ পাওয়ার ক্ষেত্রে কম সুদে কৃষি ব্যাংকের ঋণের প্রতি অধিক আগ্রহ থাকলেও কাজগপত্রের জটিলতা ও ঋণগ্রহণে দীর্ঘসূত্রিতার কারণে শেষ পর্যন্ত সে আগ্রহ আর থাকে না। এর ফলে কোথাও কোথাও সহজ শর্তে এনজিওদের কাছ থেকে ঋণ নিয়ে থাকে। আবার কোথাও কোথাও মহাজনদের কাছ থেকে অধিক সুদে (৪৫-৫৫ শতাংশ) ঋণ নিয়ে কৃষক ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

শস্য সংরক্ষণ: সরকারি উদ্যোগে খাদ্যশস্য সংরক্ষণে প্রয়োজনের তুলনায় ব্যবস্থা খুবই অপর্যাপ্ত। স্থানীয় পর্যায়ে সরকারি শস্য সংরক্ষণাগার নেই;

জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব: জলবায়ুর পরিবর্তনজনিত প্রভাব ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে উপকূল ও বরেন্দ্র অঞ্চলসহ দেশব্যাপী কৃষিক্ষেত্রে বর্তমানে যে ধরনের ক্ষতি ও ভবিষ্যত দুর্যোগের আশংকা পরিলক্ষিত হচ্ছে, সেক্ষেত্রে সরকারের উল্লেখযোগ্য পরিকল্পনা ও উদ্যোগ নেই;

কৃষিনীতি: ১৯৯৯ সালে গৃহীত কৃষি নীতিতে (বর্তমানেও প্রযোজ্য) বাণিজ্যিক কৃষিকে অগ্রাধিকার প্রদান করায় সাধারণ কৃষকরা প্রয়োজনীয় সুবিধাদি পায় না। বর্তমান সরকারের উদ্যোগে প্রণীত চূড়ান্ত খসড়া 'জাতীয় কৃষিনীতি ২০১০' আজো গৃহীত হয়নি। পাশাপাশি প্রস্তাবিত নীতিতে শিল্প ও সেবাখাতে কৃষির প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অবদানের উল্লেখ থাকলেও কৃষিখাতে সরকারি বিনিয়োগের বিস্তৃত বিবরণ এবং প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র কৃষকদের সহায়তা বা ভর্তুকি প্রদানের কোন ব্যবস্থার উল্লেখ নেই।

কৃষি উন্নয়নে দাবিসমূহ

- কৃষি ক্ষেত্রে সরকারি প্রকল্পসমূহ এবং অন্যান্য সেবাসমূহের যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে।
- সরকারি উদ্যোগে উন্নত বীজ সরবরাহ এবং সেচ সুবিধা বৃদ্ধি করতে হবে।
- সরকারি কৃষি কর্মকর্তাদের নিয়মিত মাঠ পরিদর্শন এবং কারিগরি ও পরামর্শ সেবা প্রদান নিশ্চিত করতে হবে।
- ফসল উৎপাদনে সহজ শর্তে ও কম সুদে কৃষি ব্যাংকসহ সকল ব্যাংক থেকে প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র কৃষকদের ঋণ প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে হবে।
- কৃষকদের উৎপাদিত কৃষি পণ্যের যথাযথ মূল্য নিশ্চিত করতে হবে।
- দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে জলবায়ু জনিত কারণে ও ভূগর্ভ থেকে নিয়মিত পানি উত্তোলনের ফলে পানির স্তর নীচে নেমে যাওয়া প্রতিরোধে অবিলম্বে প্রস্তাবিত 'উত্তর রাজশাহী সেচ প্রকল্প'সহ প্রস্তাবিত অন্যান্য প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে হবে।
- দেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে (ঝিনাইদহ, মাগুরা, চুয়াডাঙ্গা, মেহেরপুর ইত্যাদি জেলায়) মসলা জাতীয় ফসলের (পিয়াজ, রসুন, আদা, ধনিয়া সরিষা, মরিচ ইত্যাদি) ভালো ফলন হওয়ায় বিশেষ প্রকল্প গ্রহণ করা এবং সংশ্লিষ্ট কৃষি পণ্য সংরক্ষণের জন্য সরকারি উদ্যোগে হিমাগার প্রতিষ্ঠা করতে হবে।
- প্রস্তাবিত 'জাতীয় কৃষি নীতি'তে প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র কৃষকদের জন্য সরাসরি কৃষি উপকরণ (বীজ, সার, সেচ সুবিধা ইত্যাদি) সহায়তা প্রদানের বিধান করা। (নীতিগত)
- ভেজাল ও নিম্নমানের বীজ, সার ও কীটনাশকসহ সকল কৃষি উপকরণের বাজারজাত নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিকার আইন প্রণয়ন এবং কার্যকরী করতে 'কৃষি আদালত' প্রতিষ্ঠা করা।
- স্থায়িত্বশীল কৃষি উন্নয়ন নিশ্চিত করতে 'জাতীয় ভূমি ব্যবহার নীতি, ২০০১' হালনাগাদ ও কার্যকর করা। (নীতিগত)
- দেশে উৎপাদিত কৃষি যন্ত্রপাতির দাম কমাতে শুল্কমুক্ত যন্ত্রাংশ আমদানির বিধান করা। (নীতিগত)
- কৃষিতে নারী শ্রমিকের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি এবং সম-মজুরির বিধান করা। (নীতিগত)
- প্রতিনিয়ত বর্গাচাষীদের সংখ্যা বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে তাদের স্বীকৃতি ও সরকারি সুযোগ-সুবিধার বিধান করা। (নীতিগত)

এইসব দাবি বাস্তবায়নে আপনার এলাকায় কাজ করছে লোকমোর্চা (ডিপিপিএফ)
দাবি আদায়ে লোকমোর্চার সাথে আপনিও সংগঠিত ও সোচ্চার হোন।

USAID FROM THE AMERICAN PEOPLE
The Asia Foundation
ওয়েভ ফাউন্ডেশন WAVE FOUNDATION
UKaid from the British people

ওয়েভ ফাউন্ডেশন: ৩/১১, ব্লক-ডি, লালমাটিয়া, ঢাকা-১২০৭, ফোন: ০২ ৮১১৩৩৮৩, ০২ ৮১৫৩৩২০
ই-মেইল: info@wavefoundationbd.org
ওয়েব সাইট: www.wavefoundationbd.org